দৈনিক বাংলা

তারিখ 15 AUG 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

002

শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ

কলেজে শুধু ডিগ্রী পর্যায়ে পড়ানোর প্রস্তাব

হাসান হাফিজ।

গত ১৯৮৬ সালে প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ প্রায় ৮০ হাজার ছাত্রছাত্রী দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভর্তি হতে পারেনি। এই তথ্য উল্লেখ করে বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন উচ্চ শিক্ষার সংকট নিরসনে কতিপয় সুপারিশ রেখেছে।

শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে বলা হয়ঃ উচ্চ শিক্ষা লাভে আগ্রহী এই শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই আসন সংখ্যার স্বল্পতার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভর্তি হতে পারেনি। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পক্ষে বিপুল সংখ্যক উচ্চ শিক্ষা লাভে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করা সম্ভব নয়। প্রতি বছরই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। এসব প্রতিষ্ঠানের ধারণক্ষমতা ছাড়িয়ে যাবার ফলে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে।

কমিশনের সুপারিশ হলঃ সাবেক জেলাগুলিতে একটি করে কলেজ এবং রাজধানী ও বিভাগীয় শহরগুলিতে এক বা একাধিক কলেজকে উন্নত করে পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করতে হবে। উচ্চ মাধ্যমিক অর্থাৎ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী

(শেষ পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ

(প্রথম পৃঃ পর)

ক্রমান্বয়ে উন্নতমানের হাইস্কুলে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। উচ্চ মাধ্যমিক কোর্স পাঠদানের দায়িত্ব উন্নতমানের হাইস্কুলগুলির ওপর অর্পিত হলে কলেজে কেবল স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষাদান করা হবে। কলেজ শিক্ষকবৃন্দ তখন কেবল উচ্চ শিক্ষার পাঠদানে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারবেন বিধায়, আশা করা যায় যে এতে তাদের শিক্ষাদানের মান অপেক্ষাকৃত উন্নত হবে। এবং কলেজে উচ্চ শিক্ষা লাভে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের স্থানও সংকুলান করা যাবে।

প্রস্তাবিত উন্নতমানের কলেজগুলি (পর্যায়ক্রমে যেগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হবে) এবং ডিগ্রী কলেজগুলিতে (উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাদান থেকে দায়মুক্ত) স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তির ব্যবস্থা করা হলে ভর্তি সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হতে পারে। এতে উচ্চ শিক্ষা আরও বিস্তার লাভ করবে বলে শিক্ষা কমিশনের বিশ্বাস। উল্লেখ্য, স্নাতক পর্যায়কে উচ্চ শিক্ষার সূচনা বলে ধরা হয়।

শিক্ষা কমিশন স্নাতক পর্যায়ে তিন বছরের কোর্স প্রচলনের সুপারিশ করেছে। এখনকার মত তিনটি বিষয় নিয়ে শিক্ষার্থীরা এই কোর্স পড়বে। প্রতি বছর অনুষ্ঠেয় পরীক্ষা চূড়ান্ত পরীক্ষা বলে বিবেচিত হবে। কোন শিক্ষার্থী কোন বিষয়ে নির্দিষ্ট নম্বরের কম পেলে সেই বিষয়ে তাকে অনুত্তীর্ণ ঘোষণা করা হবে। দ্বিতীয় বছরের শেষে অনুষ্ঠেয় বার্ষিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার সময় তাকে আবার ঐ বিষয়ের ঐ পত্র পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দেয়া হবে।

দ্বিতীয় বছরের শেষ পরীক্ষায় কোন পত্রে ফেল করলে তৃতীয় বছরের শেষে তাকে ঐ বিষয়ের ঐ পত্র পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দেয়া হবে। তৃতীয় বছরের শেষে অনুষ্ঠেয় পরীক্ষার ফলের গড় নির্ণয় করে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফল নির্ধারণ করা হবে। অনুশীলনী (টিউটোরিয়াল) পরীক্ষাগুলির ফল শিক্ষার্থীর বাৎসরিক ও চূড়ান্ত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে যোগ করা হবে। কোন বিষয়ে পরীক্ষার্থী ৭০ শতাংশ বা বেশি নম্বর পেলে তাকে ঐ বিষয়ে অনার্সপ্রাপ্ত বলে চিহ্নিত করা হবে।

প্রস্তাবিত তিন বছর মেয়াদী স্নাতক ডিগ্রী কোর্স নীতিগতভাবে গৃহীত হলেও কলেজগুলির বর্তমান অবস্থায় শিক্ষা কমিশন অবিলম্বে এই কোর্স প্রবর্তনের সুপারিশ করেনি। পূর্বশর্ত হিসাবে কলেজের উন্নয়ন, শিক্ষক স্বল্পতা দূর করা, শিক্ষকদের উচ্চতর পড়াশোনা ও গবেষণার সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা গ্রন্থাগার, ল্যাবরেটরীর উন্নয়নের ওপর জোর দিয়েছে শিক্ষা কমিশন। আগামী ৭ থেকে ১০ বছরের মধ্যে কলেজগুলিতে যাতে তিন বছর মেয়াদী স্নাতক কোর্স চালু করা যায় সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন ও তৎপর হতে হবে বলে কমিশন অভিমত ব্যক্ত করেছে।

কমিশন রিপোর্টে বলা হয়ঃ সাবেক জেলাগুলির প্রত্যেকটিতে একটি করে কলেজ, রাজধানী ও বিভাগীয় শহরগুলিতে এক বা একাধিক কলেজকে উন্নত করে পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার পরিকল্পনা নিতে হবে। এই মর্যাদা দেয়ার আগে সংশ্লিষ্ট কলেজগুলিতে শিক্ষক সংখ্যা, তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, শিক্ষা দানে তাদের মান ও নিষ্ঠা, কলেজের গ্রন্থাগার গবেষণাগার, কলেজ ভবন, কলেজের এলাকা ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেখা অত্যাবশ্যক হবে।

প্রস্তাবিত এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল বিভাগ খোলার দরকার নেই। স্থানীয় চাহিদা ও প্রয়োজন, প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সম্পদের সহজলভ্যতা ইত্যাদি বিবেচনা করে বিভিন্ন বিভাগ খোলার উদ্যোগ নেয়া যায়। সিলেটে শাহজালাল (রঃ) বিশ্ববিদ্যালয় এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান শুরু করার আগেই এ বিষয়ে সতর্ক ও সচেতন থাকা দরকার।

প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মতই স্বায়ত্তশাসিত হবে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় কোন কলেজ থাকবে না। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে।